দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 2 1 1999
পৃঃ 92 কলাম 2

41

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষক বৈঠক

ভুয়া মাদ্রাসার নামে অপচয় বন্ধে ঐকমত্য

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, নীতিমালা লংঘনকারী ও ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় বন্ধ করা হবে, সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এমন মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা পাবে।

মন্ত্রণালয় থেকে বন্ধ করে দেয়া ২৫১টি মাদ্রাসার মধ্যে কোনটি ভুয়া নয় এমন প্রমাণ দিতে পারলে তাৎক্ষণিকভাবে অনুদান ও স্বীকৃতি ফেরত পাবে।

সভায় মাদ্রাসা শিক্ষকরা বলেন, আমরা ভুয়া মাদ্রাসার সমর্থনে নই। একটি মহল ভুয়া মাদ্রাসার সাথে আমাদের জড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, চাল নেই, চুলো নেই এমন নামধারী মাদ্রাসাকে সরকারি অনুদান নিতে দেয়া হবে না। এগুলো শনাক্ত করে স্বীকৃতি বাতিল করা হবে।

নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে বলে মন্ত্রী জানান। সভায় আরো জানানো হয়, মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল ও কামিল স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হবে। আগামী বছর থেকে ফাজিল (ডিগ্রি) ও কামিল (মাস্টার্স)-এর পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত এ সভায় শিক্ষা সচিব রকিবুদ্দিন আহমেদ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সচিব সা'দত হোসেনসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কমপক্ষে ৩০টি মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রধান এ সভায় উপস্থিত হন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে প্রচার-প্রচারণার পরিপ্রেক্ষিতে এ সভা ডাকা হয়। দেশের ২৫১টি ভুয়া মাদ্রাসার অনুদান ও স্বীকৃতি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সভায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের মতামত চাওয়া হয়। শিক্ষকরা বলেন, আমরা ভুয়া মাদ্রাসার বিপক্ষে। এসব ভুয়া মাদ্রাসার জন্যে ভাল মাদ্রাসাগুলো দুর্নামের ভাগী হচ্ছে।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া আল্লাশাহ কালেমিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা শামসুল আলম বলেন, ভুয়া মাদ্রাসা নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পর এমন অবস্থা হয়েছে- কোথাও যেতে পারি না, সবাই বলে ভুয়া ভুয়া। ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে আজ আমাদের দুর্নাম কুড়াতে হচ্ছে।

আদমজী সিনিয়র মাদ্রাসার মওলানা কাইয়ুম খন্দকার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা বোর্ড সময়মতো পরীক্ষার রেজাল্ট দেয় না। বোর্ডে এলে পাত্তা পাওয়া যায় না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেক মাদ্রাসা ৭/৮ বছর ধরে স্বীকৃতি নবায়ন করে না, তারা নিজেরা স্বীকৃতি নবায়ন না করলে মন্ত্রণালয় কেন অনুদান দেবে। আবার দেখা গেছে, সরকারি অনুদান নিয়েও বছরের পর বছর অনেক মাদ্রাসায় কেউ পরীক্ষায় পাস করে না ও পরীক্ষা দেয় না। এসব মাদ্রাসার অনুদান দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বরং এসব ভুয়া মাদ্রাসার কারণে ভাল প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষকরা বলেন, তাদের নিয়ে আজ বিভিন্ন মহলে রাজনীতি হচ্ছে। তারা এসব রাজনীতির বাইরে।

মন্ত্রী বলেন, যে ২৫১টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনটির 'জেনুইনিটি' প্রমাণ করতে পারলে অবশ্যই অনুদান ও স্বীকৃতি ফেরত দেয়া হবে। এ ব্যাপারে ঐসব মাদ্রাসার আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। সভায় মাদ্রাসা শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদবি সুপারের বদলে প্রিন্সিপাল করার দাবি তুললে তাদের জানানো হয়, ১৯৭৯ সালের অধ্যাদেশে তাদের এ পদবি দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ পদবি পরিবর্তন করা যায় কিনা সে ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একটি নোট দিতে বলেন।